গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ Covid-19 (করোনা) পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু রাখা বিষয়ে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব জাহিদ মালেক, এম পি
মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
তারিখঃ ০৩ মে, ২০২০ খ্রিঃ
সময়ঃ দুপুর ১২.০০ টা
স্থানঃ সম্মেলন কক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভায় উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

Covid-19 সংক্রমণের বর্তমান প্রেক্ষাপটে গার্মেন্টসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য বিধি/নির্দেশনা অনুসরণ করে এসব শিল্প কারখানা পরিচালনা করার বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়ঃ

১.১ কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি ও প্রক্ষেপণ
১.২ শিল্প শ্রমিকদের সংক্রমণের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রণীত স্বাস্থ্য নির্দেশনা ও তার বাস্তবায়ন
১.৩ শিল্প শ্রমিকদের চিকিৎসা বিষয়ক প্রাক-প্রস্তুতি

২। সভার শুরুতে সভাপতি অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মাননীয় মন্ত্রী সভায় বলেন যে, করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। মার্চ/২০২০ হতে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৭ লক্ষ প্রবাসী দেশে আসেন এবং তাঁদেরকে হোম কোয়ান্টাইনে রাখা হয়। তাদেঁর ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত দেশে ১১০টি হাসপাতাল Covid-19 আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ৮ মার্চ প্রথম করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত হয়। একটি ল্যাব দিয়ে টেস্ট কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৬০০০ জন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের শিল্প কারখানাগুলো খোলা এবং মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় গার্মেন্টস কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে করোনা ভাইরাস হতে নিরাপদ রাখতে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরন করা প্রয়োজন। উক্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভা আহবান করা হয়েছে।

৩। সভায় জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন যে, শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিতকরেণ একটি স্বাস্থ্য ব্যবহার বিধি (গাইড লাইন) প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট ০৩টি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সভাকে অবহিত করেন এবং সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

৪। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) কোভিড-১৯ এর বর্তমান অবস্থা, প্রক্ষেপণ ও সংক্রমণের গতি ধারা অবহিত করতে সভায় একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। অতঃপর সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ আলোচ্য সূচি অনুযায়ী শিল্প কারখানা শ্রমিকদের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রণীত স্বাস্থ্য বিধি ও তার বাস্তবায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করেন।

৫। আলোচনাঃ

৫.১ জনাব রুবানা হক, সভাপতি, বিজিএমইএ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, তাঁরা নিজেরা একটি হেলথ গাইড লাইন তৈরী করেছেন। সে অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন। শ্রমিকদের বেতন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বেতন না পাওয়ার ভীতি কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, ইতোমধ্যে তিনি অনেকগুলো কারখানা মনিটরিং করেছেন। তাঁদের মনিটরিং টিমের সাথে সরকারের প্রতিনিধি দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট থাকলে যৌথভাবে কাজ করা সহজ হবে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ৩টি হাসপাতালে ৫০০ বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদেরেকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তিনি একটি কো-অর্ডিনেশন সেল গঠনেরও প্রস্তাব করেন।

৫.২ জনাব মোহাম্মদ হাতেম, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ বলেন কারখানায় যাতায়াতকালে বিশেষ করে অটো, টেম্পু-এ জাতীয় যানহবাহনে শ্রমিকরা ঝুকিপূর্ণভাবে চলাচল করছেন। বিষয়টি তাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি আইন শৃংখলা রক্ষাকারি বাহিনীর সহায়তা চান। তবে কারখানায় প্রবেশ, ভিতরে শারীরিক দূরত্ব বজায়, স্যানিটাইজার ব্যবহারসহ অন্যান্য বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পিপিই ও টেস্টসহ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্তের হার কোভিড হাসপাতাল থেকে নন কোভিড হাসপাতালে অনেক বেশী। এ অবস্থা থেকে আমাদের অতিক্রম করতে হবে। গার্মেন্টস এর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান এবং বাস্তবায়ন করা হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৫.৩ জনাব আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত আইজিপি (শিল্প পুলিশ) বলেন যে, কারখানা খোলার ফলে ১২টি কারখানায় ১৫জন শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিজিএমই এর ৫৭% কারখানাসহ অন্যান্য অনেক কারখানা চালু হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৭০% স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলছে। বাকী ৩০% কারখানায় স্বাস্থ্য বিধি মানা হচ্ছে না। তিনি সাভার ও চট্টগ্রামে টেস্টটিং ফেসিলিটি বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন। গাজীপুর মেডিকেলে টেস্ট ল্যাব চালু করার প্রস্তাব করেন।

৫.৪ সভাপতি, বিটিএমএ বলেন যে, টেক্সটাইল মিলগুলো ৩ শিফ্টে চালু করা হয়েছে। মিলগুলোতে ফাকা জায়গা থাকায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে কাজ করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

৫.৫ জনাব একেএম সেলিম ওসমান, এমপি, সভাপতি বিকেএমইএ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, স্বাস্থ্য বিধি মেনে আমরা শ্রমিকদের কাজ করাচ্ছি। নারায়নগঞ্জ হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তিনি বলেন শ্রমিকদের জন্য কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা নেয়ার চেস্টা করবেন। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেন। এ ছাড়া নারায়নগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল

হাসপাতালের সামনের খোলা জায়গায় ডাক্তার ও নার্সদের সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। তিনি এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা চান।

৫.৬ ডাঃ মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন, সভাপতি, বিএমএ বলেন যে, দেশ ও জাতীর স্বার্থে কারখানা চালু করা হয়েছে। তবে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্য বিধি মেনে শ্রমিকদের কাজ করতে হবে। মন্ত্রণালয় যদি মনিটরিং টিম তৈরী করে দেন তবে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তিনি সকল হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পর্কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

৫.৭ জনাব বেনজীর আহমেদ, আইজিপি বলেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্টীর যাতে কোন সমস্যা না হয়, লকডাউন এর স্পিরিট সমুন্নত রেখে কিছু কিছু ছোট দোকান খুলে দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০০০ গার্মেন্টস চালু হয়েছে। পুনরায় সংক্রমণ বন্ধ করার জন্য যে সকল ব্যক্তির করোনা-১৯ পজিটিভ হচ্ছে, তাদের পূর্ণ ঠিকানা সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেন। নারায়নগঞ্জের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। পুলিশের জন্য নির্ধারিত কোভিড হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স প্রয়োজন বলে তিনি জানান। Covid-19 আক্রান্তদের ক্ষেত্রে শুধু রোগীর নাম ও এলাকার নাম উল্লেখ করলে পুলিশের পক্ষে তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এতে ঝুকি বেড়ে যায়।

৫.৮ ডঃ মোঃ জাফর উদ্দীন, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানান যে, কারখানা সীমিত আকারে চালু না রাখা গেলে অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব পড়বে। কাজেই স্বাস্থ্য বিধি মেনে কারখানা চালু করা যায়।

৫.৯ জনাব মোস্তফা কামাল, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় বলেন যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় শুরু থেকে বিভিন্ন সেক্টরে Covid-19 এর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে, রুগীদের চিকিৎসা প্রদানে ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অনেক কাজ করছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ এ জীবন ও জীবিকা দুটোই দেখতে হবে। এ পর্যন্ত পুলিশের ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য Covid-19 আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গার্মেন্টস কর্মীদের কাজে যোগদান, যাতায়াত ও আবাসন ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। মালিকগণকে কর্মীদেরকে অনুপ্রেরনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মাস্ক, গ্লাভস ও স্যানিটাইজার এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ঈদের সময় কাউকে ছুটি দেয়া যাবে না। উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করতে পারলে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে মর্মে আশা করা যায়।

৫.১০ জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বলেন যে, সরকারি মালিকানাধীন কারখানাগুলো ভালোভাবে চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। বিসিক এ বর্তমানে ৭ লাখ শ্রমিকের মধ্যে ২-৫ লাখ শ্রমিক কাজ করছে।

৫.১১ অধ্যাপক ডাঃ আবুল কামাল আজাদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে আক্রান্তের হার কম। কারখানায় শ্রমিকগণ যখন Mask পড়ে কাজে এসে খুলে অন্যদের সাথে কথা বলেন তখন সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবে। COVID-19 এর একটি পূর্ণাঙ্গ গাইড লাইন ওয়েবসাইটে দেয়া হবে বলে তিনি জানান। সকলে একসাথে কাজ করলে আমরা সফল হব বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৬। বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. প্রত্যেক গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়টি কারখানা মালিক ও সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন নিশ্চিত করবেন। কারখানায় যাতায়াত, কর্মস্থল, থাকা ও খাওয়ার বিষয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়নগঞ্জ ৩টি জোনে তৈরী পোশাক কারখানা ও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশী হওয়ায় এ তিনটি জোন আলাদা করতে হবে। এসব এলাকায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত বন্ধ করতে হবে। এমনকি ঈদের ছুটির সময় কোন গার্মেন্টস শ্রমিক এসব এলাকা ত্যাগ করতে পারবে না। যদি কোন কারণে কেউ এসব এলাকার বাইরে চলে যান তবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোয়ারেন্টাইন এ থাকতে হবে, তিনি আর আসতে পারবেন না।

৩. যে সব এলাকায় শিল্পগুলি অবস্থিত সে সব এলাকায় শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য পর্যাপ্ত কোয়ারেন্টাইন ফেসিলিটি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. কারখানার প্রবেশ পথে টেম্পারেচার আর্চ বসাতে হবে। Shower Chamber বসানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. কারখানায় স্বাস্থ্য বিধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ভিজিলেন্স টিমের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৬. কোন তৈরী পোশাক কারখানায় করোনা ভাইরাসে বেশী মানুষ আক্রান্ত হলে সেই কারখাখানা বন্ধ করা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭. মনিটরিং এর জন্য কারখানার নিজস্ব মেডিকেল টিম থাকতে হবে এবং মন্ত্রণালয় হতে আলাদা মেডিকেল টিম গঠন করা যেতে পারে।

৮. গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানাসমূহের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য ১টি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এছাড়া ৩টি ঝুকিপূর্ণ এলাকা ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুরের জন্য পৃথক ৩টি সাব কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৯. সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন Covid-19 Testing Facility এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল পরিচালনার জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাহিদ মালেক, এম পি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০১.২০২০-৯৯ তারিখ : ০৬.০৫.২০২০ খ্রি :

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
০৩. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫. আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।
০৬. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৭. সভাপতি, এফবিসিসিআই, মতিঝিল, ঢাকা।
০৮. সভাপতি, বিজিএমইএ, বাসা নং-৭/৭এ, সেক্টর-১৭, ব্লকঃএইচ-১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
০৯. সভাপতি,ডিসিসিআই, মতিঝিল, ঢাকা।
১০. সভাপতি, বিকেএমইএ ২৩৩/১, বঙ্গবন্ধু রোড, প্রেসক্লাব বিল্ডিং(৩য় ও ৪র্থ তলা), নারায়নগঞ্জ-১৪০০।
১১. সভাপতি, বিটিএমএ, ইউটিসি ভবন, ৮ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
১২. সভাপতি, এমসিসিআই, চেম্বার বিল্ডিং, মতিঝিল, ঢাকা।
১৩. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ), ঢাকা।
১৪. সভাপতি, স্বাধীনতা চিকিৎসক (স্বাচিপ), ঢাকা।
১৫. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

৬/৫/2020
(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১)
ফোন-৯৫১৫৫৩১

অনুলিপি:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১০
ও সম্মানিত সভাপতি, শিল্প করখানায় COVID-19 পরিস্থিতি তদারকি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, ঢাকা।
৪। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৩.০৪.২০২০ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠেয় করোনা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে
কারখানা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
চালুরাখা বিষয়ক সভায় উপস্থিতি ও স্বাক্ষর

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	মোস্তাফা কামাল উদ্দীন সিনিয়র সচিব	জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	mkuddin8@yahoo.com	[signature]
২.	মো: আব্দুল হালিম সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	ahalim61@yahoo.com 01733948942	[signature] ১/৪/২০২০
৩.	ড. মো: জাফর উদ্দীন সচিব	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	01729070922	[signature]
৪.	কে. এম. আলী আজম সচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	01713221674	[signature]
৫.	[illegible] অতি: আই জি পি	শিল্প পুলিশ	01769692500	[signature]
৬.	SHAMS MAHMUD PRESIDENT	DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY	01730022113	[signature]
৭.	Mohammad Ali Khokon President	President BTMA	01711520874	[signature]
৮.	মোহাম্মদ হাতেম ১ম সহ-সভাপতি	BKMEA	01711533228 hatem@mbknit.com	[signature]
৯.	রুবানা হক	BGMEA	01711563978	[signature]
১০.	বেনজীর আহমেদ আই. জি. পি.	পুলিশ সদর দপ্তর		[signature]
১১.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]
১২.	A.K.M. SALIM OSMAN President, BKMEA	BKMEA	01713435200	[signature]
১৩.	Md. Habibur Rahman Khan Addl Secy	HSD	01821716062	[signature]

০৩.০৪.২০২০ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠেয় করোনা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে
কারখানা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
চালুরাখা বিষয়ক সভায় উপস্থিতি ও স্বাক্ষর

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১৪.	[illegible] সচিব	[illegible]	01715155485 arifeenfbcci@yahoo.com	
১৫.	অধ্যাঃ ডাঃ আবুল কালাম আজাদ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	017777708000	
১৬.	এম, ইকবাল [illegible] সভাপতি	[illegible] পরিষদ	01713000441	
১৭.	নিলুফা নাজনীন যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	01712044518	6/4/2020
১৮.	মো: নজরুল হাসান উপসচিব	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	01711071929	6/4/2020
১৯.	মোহাম্মদ সাইদুর ইসলাম উপসচিব	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	01712813938	
২০.	MD. MORSHED SARWAR (SOHEL) V.P	BKMEA	01711563148	
২১.	ড. গোলাম মো: ফারুক উপসচিব	PH Wing, HSD	01711-196649	
২২.	মো: [illegible] হোসেন	DS HSD	01712-122900	
২৩.	মো: [illegible] ইসলাম সহ: সচিব	HSD	01711-312633	
২৪.	[illegible] PRO to Health		01911-522517	
২৫.	মো: ইসমাইল হোসেন সহকারী সচিব	HSD	01818178391	
২৬.	মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান সহকারী সচিব	HSD	01552-670000	